গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৭২

তারিখঃ ০৬ ফাল্গুন ১৪২৬ / ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০২/০৩/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

১৯/০২/২০২০
(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎ ৯৫৭৪৫৩৪
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ ভবন, চেয়ারম্যানবাড়ী, নতুন বিমানবন্দর সড়ক বনানী, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, সকল সড়ক বিভাগ, সওজ অধিদপ্তর
২০. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

জানুয়ারি ২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ : ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
সময় : সকাল: ৯.৩০ মিনিট
স্থান : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-"ক"

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১.</td><td><u>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা</u>
০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>০৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td>২.</td><td><u>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">ডিসেম্বর'১৯ মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">জানুয়ারি'২০ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০৩</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০৩</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>১৯</td><td>০০</td><td>১৯</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>১৮</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>২১</td><td>০১</td><td>২২</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০৩</td><td>১৯</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৩</td><td>০২</td><td>৪৫</td><td>০৩</td><td>০১</td><td>০৪</td><td>৪১</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে চলমান কোনো বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ০৩টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ'র চলমান ১৮টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৯টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td><u>আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা</u>
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার জানুয়ারি ২০২০ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">জানুয়ারি ২০২০ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ৩২টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ৩২টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ২৫টি, বিআরটিএ-তে ০৬টি, বিআরটিসি-তে ০১টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৪২</td><td>০০</td><td>৩২৪২</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>৩২৪২</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৬৮</td><td>০১</td><td>২৬৯</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৬৯</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৯২</td><td>০০</td><td>৯২</td><td>০২</td><td>০২</td><td>০০</td><td>৯০</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৬০৩</td><td>০১</td><td>৩৬০৪</td><td>০২</td><td>০২</td><td>০০</td><td>৩৬০২</td></tr>
</table></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	যুগ্মসচিব (আইন) জানান- (ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের নতুন আইনজীবী নিয়োগের লক্ষ্যে ০৯/০২/২০২০ তারিখে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। শিঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আইনজীবী নিয়োগের বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, Performance ভাল না থাকায় ১ জন আইনজীবীর নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে এবং ১ জন নতুন আইনজীবী নিয়োগের কর্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে ১ জন নতুন আইনজীবী নিয়োগের জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ক) (২) বিআরটিএ'র নতুন আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ যুগ্মসচিব (আইন)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) সওজ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
	(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত ৬৬টি কনটেম্পট মামলা ছিল। জানুয়ারি ২০২০ মাসে নতুন ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৬৫টি। এ অধিশাখা হতে মামলা নিষ্পত্তি তরান্বিত করার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।	(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৬টি। জানুয়ারি ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু হয়নি; ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৫টি (সওজ এর ১১টি এবং বিআরটিএ এর ০৪টি)। এছাড়া, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণির ডিসেম্বর'১৯ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ছিল ১১টি। জানুয়ারি ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু/নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে সওজ এর ০৫টি এবং বিআরটিএ-এর ০৬টি।	(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে।	
	ক. সওজ অধিদপ্তর: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩২৪২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি ২০২০ মাসে কোনো মামলা রুজু এবং নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৪২টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে অনিষ্পন্ন বিপুল সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনজীবীদের নিয়ে সভা করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন এবং পূর্বের ন্যায় জোনাল সভার আয়োজন এবং জোনাল সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয় আলোচনা করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করেন। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ সার্কেল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভা করে মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন মর্মে সভাপতি প্রধান প্রকৌশলী ও এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে প্রধান প্রকৌশলী সভা করবেন। (৩) জোনাল সভার আয়োজন এবং জোনাল সভায় অনিষ্পন্ন মামলার বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। (৪) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সার্কেল পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/ যুগ্ম সচিব (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	খ. বিআরটিএ : চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, বিজ্ঞ আদালতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬৮টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি ২০২০ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৯টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে।	মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
	গ. বিআরটিসি : চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান- বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলোর ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৯২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। জানুয়ারি ২০২০ মাসে ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯০টি। বিআরটিসি'র ৩টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং-এ রেখে নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	(১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) কনটেম্পট মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	ঘ. ডিটিসিএ (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। হাই কোর্টে রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালক ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ২১/১১/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ডিটিসিএ'র বিভিন্ন আদালতে দায়েরকৃত মামলা পরিচালনা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের জন্য ১ (এক) জন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।	(১) কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	নিবাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ যুগ্মসচিব (ডিটিএসএ)
	(২) সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর জন্য রাজস্ব খাতে ০৮ (আট)টি পদে জি.ও জারির বিষয়ে এ বিভাগের আইন অধিশাখার মতামত গ্রহণের পর ২৬/০১/২০২০ সময়ে তারিখে ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)'র রাজস্ব খাতে ০৮(আট)টি পদ সৃষ্টির মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয় এবং অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখায় সমস্বাক্ষরের জন্য ২৬/০১/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	(২) মঞ্জুরি আদেশে সমস্বাক্ষরের জন্য অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	
৪.	**অডিট আপত্তির বিবরণী:**		

বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	প্রারম্ভিক জের	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা				মোট	বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পন্ন
		সাধারণ	অগ্রিম	খসড়া	এ মাসে প্রাপ্ত			
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৭	০৫	০১	০১	-	০৭	-	০৭
সওজ অধিদপ্তর	৭,৩৯৭	১,১৩৪	৫,৬৫৩	৬১০	০১ (অ:)	৭,৩৯৮	০২ (সাঃ) ৩৩ (অঃ)	৭,৩৬৩
বিআরটিসি	৩,১১৮	২,০৭৯	৯৪৮	৯১	-	৩,১১৮	০৭ (সাঃ) ১১ (অঃ)	৩,১০০
বিআরটিএ	২৭৭	৪৩	২৩৪	-	-	২৭৭	-	২৭৭
ডিটিসিএ	১৯	০৬	১২	০১	-	১৯	-	১৯
ডিএমটিসিএল	১৩	০৪	০৯	-	-	১৩	-	১৩
মোট	১০,৮৩১	৩,২৭১	৬,৮৫৭	৭০৩	০১	১০,৮৩২	৫৩	১০,৭৭৯

উপসচিব (অডিট) জানান যে, ডিসেম্বর ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৮৩১। জানুয়ারি ২০২০ মাসে ৫৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ০১টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৭৭৯টি।

(ক) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, এ বিভাগের ০৭টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০১টি আপত্তি খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি আপত্তির মধ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ২টি এবং বিআরটিএ এর ১টি মোট ৩টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব (প্রমাণকসহ) প্রেরণের জন্য গত ১০/১২/২০১৯ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে গত ২০/০১/২০২০ ও ০৩/০২/২০২০ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। এছাড়া, সংশ্লিষ্টদের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি। জবাব প্রাপ্তির পর সংস্থার ৩টি এবং এ বিভাগের ৩টি-সহ মোট ৬টি আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হবে। ব্রডশীট জবাব দ্রুত সংগ্রহ করে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ এবং ৬টি আপত্তির ওপর একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৬টি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে এবং ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ নিতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)
(খ) পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে ব্রডশীট জবাব প্রেরণের পূর্বে দপ্তর/সংস্থা ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে সঠিকভাবে প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং মন্ত্রণালয় সেটি আরও অধিকতর যাচাই-বাছাই করে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ব্রডশীট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের ওপর সভাপতি গুরুত্বারোপ করেন।	(খ) দপ্তর/সংস্থা হতে ভালভাবে যাচাই-বাছাই করে সঠিক ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং অধিকতর যাচাই-বাছাই করে পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয় হতে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
(গ) সওজ অধিদপ্তরের অডিট ডাটাবেইজ অনেক দিন পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয়নি মর্মে উপসচিব (অডিট) সভাকে অবহিত করেন। এ বিষয়ে তিনি ডাটাবেইজ হালনাগাদ করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দ্রুত সময়ের মধ্যে অডিট ডাটা বেইজ হালনাগাদ করার জন্য সভাপতি প্রধান প্রকৌশলীকে পরামর্শ প্রদান করেন। একই সাথে অডিট শাখা হতে বিষয়টি তদারকি এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করার জন্য উপসচিব (অডিট)-কে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(গ) (১) সওজ অধিদপ্তরের অডিট ডাটাবেইজ দ্রুত সময়ের মধ্যে হালনাগাদ করতে হবে। (গ) (২) অডিট ডাটাবেইজ হালনাগাদের বিষয়টি তদারকি এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীগণের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
(ঘ) উপসচিব (অডিট অধিশাখা) জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলীর নিকট সুস্পষ্ট জবাবসহ পুন:প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে।	(ঘ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(ঙ) উপসচিব (অডিট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	(ঙ) ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)
	(চ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের ৯টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের নিমিত্ত নির্ধারিত ফরমেটে দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে কার্যপত্র প্রেরণ করা হবে।	(চ) ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরমেটে কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	
	(ছ) ডিএমটিসিএল-এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এ বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৩টি। এর মধ্যে সাধারণ ৪টি আপত্তি দ্রুত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এছাড়া, অন্যান্য আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে।	(ছ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
৫.	**পেনশন কেইস:**		

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা	বিগত মাস হতে আগত	বিবেচ্যমাসে আগত	মোট	বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি	অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০২	-	০২	০১	০১	দীর্ঘ পেন্ডিং
	১০	২	১২	৬	৬	সাময়িক পেন্ডিং
সওজ অধিদপ্তর	৬	২৬	৩২	২	৩০	
বিআরটিসি	১৮৭	১১	১৯৮	৪৯	১৯৮	গ্র্যাচুইটি
বিআরটিএ	-	-	-	-	-	
ডিটিসিএ	-	-	-	-	-	
মোট	২০৫	৩৯	২৪৪	৫৮	২৩৫	

ক.সওজ: (১) উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, ২টি পেনশন কেইসের মধ্যে জনাব মো: জাফর উল্লাহ, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এর পেনশন কেইসটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসের সংখ্যা ১টি। এছাড়া, সওজ অধিদপ্তরের আরো ৬টি পেনশন কেইস রয়েছে, যা নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (২) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অধিদপ্তর জানান, সওজ অধিদপ্তরে ৩০টি পেনশন কেইসের প্রস্তাব পেন্ডিং রয়েছে যার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ মডেল অনুসরণপূর্বক ১ম শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের পেনশন স্থানীয়ভাবে মঞ্জুর করা হচ্ছে। চাহিত পেনশন সংক্রান্ত তথ্যাদি মাঠপর্যায় হতে প্রাপ্তি সাপেক্ষে একত্রিত করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান।	(১) দীর্ঘ পেন্ডিং ১টি ও সাময়িক পেন্ডি ৬টি পেনশন কেইস নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে (২) প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং ১ম শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীদের পেনশন পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ
খ. বিআরটিসি: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে কর্পোরেশনে যোগদানের পর হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত ৫,৬২,৮৪,৩৭৫/- (পাঁচ কোটি বাষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশত পঁচাত্তর) টাকা বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হয়েছে, তন্মধ্যে জানুয়ারি ২০২০ নিয়মিত ও বকেয়া বেতন বাবদ ৯,৪৩,৮১,০৮২.৮১ (নয় কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ একাশি হাজার বিরাশি টাকা একাশি পয়সা) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।	অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের প্রতিমাসে গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
৬.	**আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:** **ক. মহাসড়ক আইন, ২০২০:** সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ০৭/০১/২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (আইন)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি"-এর ২য় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত মহাসড়ক আইন, ২০২০-এর খসড়া পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পর্যালোচনাপূর্বক পরিমার্জিত খসড়া চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর সভাপতিত্বে আগামী ২০/০২/২০২০ তারিখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্ধারিত রয়েছে।	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে মহাসড়ক আইন, ২০২০-এর খসড়া চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত: সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮"-এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া গঠিত কমিটি ০৫/১২/২০১৯ তারিখে দাখিল করে। এ বিষয়ে গত ২১/০১/২০২০ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ যুগ্মসচিব (আইন/উপসচিব বিআরটিএ)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	গ. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন: অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি কর্তৃক একটি খসড়া বিধিমালা দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপসচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান, খসড়া বিধিমালাটি রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখায় পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য নথি উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। খসড়া বিধিমালার ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	খসড়া বিধিমালার ওপর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব)
	ঘ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন: সহকারী সচিব (ডিটিসিএ), জানান, ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০ সংশোধনীসহ ভেটিংপূর্বক লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে ০৫/০১/২০২০ তারিখে এ বিভাগে পাওয়া যায়। অত:পর প্রজ্ঞাপন জারিসহ গেজেটে প্রকাশের জন্য গত ৩০/০১/২০২০ তারিখে পুনরায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে মূল নথিটি প্রেরণ করা হয়েছে।	ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০ এর প্রজ্ঞাপন জারিসহ গেজেটে প্রকাশের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ
	ঙ. সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০: যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ২৪/১২/২০১৯ তারিখ ২য় বার আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধন/পরিমার্জনকৃত খসড়া নীতিমালা গত ১১/০২/২০২০ তারিখে সওজ অধিদপ্তর হতে এ বিভাগে পাওয়া গিয়েছে।	বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০২০ চূড়ান্ত করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসিচব (টোল ও এক্সেল)
৭.	**বৃক্ষরোপন :** প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান-		
	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।	(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত আছে।	(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।	
	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে বরাদ্দ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আংশিক বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	(গ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ
৮.	**অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:** (১) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সকল সড়ক বিভাগসমূহকে অনুরোধ করা হয়। ঢাকা জোন এর অধীন নরসিংদী সড়ক বিভোগে ১৮টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং গাজীপুর সড়ক বিভাগে ২৩টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, তেজগাঁও, বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। রাজশাহী জোন এর অধীন বগুড়া সড়ক বিভাগে ১৭টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে এবং খুলনা জোন এর অধীন যশোর সড়ক বিভাগে ৫টি সড়ক সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্তকরণের জন্য এষ্টেট ও ল' অফিসার, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করেছেন। এছাড়া, রংপুর জোন এর অধীন রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, বগুড়া, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী সড়ক বিভাগ এ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত ও হস্তান্তরিত সকল ভূমি/ সম্পত্তি সওজ এর নামে রেকর্ডভুক্ত/ নামজারীকরণের কাজ চলমান রয়েছে।	(১) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল)
	(২) রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে কোন্ জোনের কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, যে সকল জমি বা সড়ক স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়েছে অথচ মিউটেশন করা হয়নি সে সমস্ত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার জন্য এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।	(২) (ক) সওজ এর অধিগ্রহণকৃত ভূমির রেকর্ড বা নামজারির বিষয়ে কোন্ জোনে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা আগামী সভার পূর্বে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (২) (খ) স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে সওজ অধিদপ্তরকে হস্তান্তরকৃত জায়গার গেজেট সংগ্রহ করে মিউটেশন করার	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রয়োজনী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (২) (গ) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের ভূমির রেকর্ড/নামজারি হালনাগাদ করার বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন।	
	এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, গত ২৬/০১/২০২০ তারিখ ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা/(বনানী)-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৫০তম কিলোমিটার (সিডষ্টোর বাজার) এবং ৫৫ তম কিলোমিটার (মাষ্টারবাড়ী)সহ বিভিন্ন অংশে সড়কের পার্শ্বে সওজ অধিদপ্তরের জায়গায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ১১৭৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ০৯ একর ভূমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা।	উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়
	ঢাকা জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) গত ২০/০১/২০২০ ও ২১/০১/২০২০ তারিখে রংপুর সড়ক জোনের আওতাধীন দিনাজপুর সড়ক বিভাগাধীন গোবিন্দগঞ্জ-ঘোড়াঘাট-বিরামপুর-ফুরবাড়ী-দিনাজপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের সওজ অধিদপ্তরের অধিদপ্তরকৃত ভূমি হতে ১২৩৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ১৫.১৩ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৬৩ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (খ) গত ২৯/০১/২০২০ইং তারিখে রাজশাহী সড়ক জোনের আওতাধীন নওগাঁ সড়ক বিভাগাধীন রাজশাহী-নওহাটা-চৌমাসিয়া মহাসড়ক, বগুড়া-নওগাঁ-মহাদেবপুর-পত্মীতলা-ধামুইরহাট-জয়পুরহাট মহাসড়ক এর মান্দা হতে চৌমাসিয়া মোড় পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরের অধিদপ্তরকৃত ভূমি হতে ৭১৬টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ৪.১৭ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ২৮ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকার কম/বেশী। (গ) গত ২৫/০১/২০২০, ২৬/০১/২০২০ ও ২৭/০১/২০২০ তারিখে ঢাকা সড়ক জোনের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন বিভিন্ন মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে হতে সওজ অধিগ্রহণ জায়গা হতে ৩৯০২টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। উদ্ধারকৃত জমির পরিমান প্রায় ৩৯.৭৭ একর। যার বর্তমান বাজার মূল্য ৫৮৯ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার কম বেশি।	সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ / এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন
	খুলনা জোন: এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা জোনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ২৬/১২/২০২০ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনাসহ সওজের সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দেখভাল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ উপসচিব (সম্পত্তি)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, খুলনা
	চট্টগ্রাম জোন: সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, (ক) গত ১৪/০১/২০২০ তারিখ কুমিল্লা সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ৬৯তম কিলোমিটারে চান্দিনা উপজেলাধীন সোনাপুর মৌজা সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ২৪০টি স্থাপনা অপসারণ করা করা হয়। এতে প্রায় ১.৭৬ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখলমুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ১৫ (পনের) কোটি টাকা। (খ) গত ১৬/০১/২০২০ তারিখ আইনি সহায়তায় চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২২৬তম কিলোমিটার ও ২২৭তম কিলোমিটারে সীতাকুন্ড উপজেলাধীন ভাটিয়ারী ও মাদামবিরিহাট এলাকায় সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা পাকা/আধাপাকা/টিনশেডসহ ১২৮০টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ৬.১৮ একর ভূমি/জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪১ (একচল্লিশ) কোটি টাকা। (গ) গত ৩০/০১/২০২০ তারিখ চট্টগ্রাম সড়ক বিভাগাধীন হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-মানিকছড়ি-মাটিরাংগা-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ কাজের নিমিত্ত সড়কের হাটহাজারী মোড় হতে আক্কাসের পুল পর্যন্ত মহাসড়কের দু'পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ১৪টি স্থাপনা অপসারণ করা হয়। এতে প্রায় ০.১২ একর (১২ শতক) ভূমি/জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়েছে। বাজারদর আনুমানিক ৩ (তিন) কোটি টাকা।	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	<u>বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:</u> চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ মাসে ৮৬৪টি মামলার মাধ্যমে ১৯,২৫,৬০০/- (উনিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার ছয়শত) টাকা জরিমানা আদায়সহ আদায়সহ ১১ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। (খ) যথাযথ নিয়ম অনুসরণকরত: যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত আছে। (গ) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।	(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং মনিটর অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ
৯.	**অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:** ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক রংপুর ও ঢাকা সড়ক জোনে ১২৮টি অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাগণের পাশাপাশি নির্বাহী প্রকৌশলীগণ নিজ উদ্যোগে বিল বোর্ড অপসারণ করার নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধান প্রকৌশলীকে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	(ক) সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) নির্বাহী প্রকৌশলীগণ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে নিজ উদ্যোগে বিল বোর্ড অপসারণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল)
১০.	<u>সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:</u> অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান- (ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত ৬৬টি যানবাহন নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মালামালগুলো ঠিকাদারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। (খ) (১) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), জানান, সওজ অধিদপ্তরের ৬৫টি সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের লক্ষ্যে দ্রুত জায়গা নির্বাচন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।	(ক) অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ী নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (খ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে। (খ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
১১.	**পদসৃজন সংক্রান্ত :** **ক. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিতকরণ:** সহকারী সচিব (ডিটিসিএ) জানান, ডিটিসিএ-এর জন্য রাজস্ব খাতে ০৮ (আট)টি পদে এ বিভাগের আইন অধিশাখা ১৫/০১/২০২০ তারিখে মতামত প্রদান করে। মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের পর ২৬/০১/২০২০ তারিখে ডিটিসিএ'র রাজস্ব খাতে ০৮(আট)টি পদ সৃষ্টির মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয় যা অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান শাখায় সমস্বাক্ষরের জন্য ২৬/০১/২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	মঞ্জুরি আদেশে সমস্বাক্ষরের জন্য অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব (ডিটিসিএ)

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>১২.</td><td>সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :
(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):
উপসচিব (অডিট) জানান-
(১)গত ২৯/০১/২০২০ তারিখ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০১৯-২০ এর অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ১২/০২/২০২০ তারিখে পর্যালোচনা সভায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রতিটি অগ্রগতি প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যায়ন পত্র দাখিল এবং প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে সভা আয়োজনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনাসমূহ দপ্তর/সংস্থাকে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করার জন্য সভাপতি উপসচিব (অডিট)-কে পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়া, প্রকল্পের এপিএ'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনা এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে তথ্য প্রদান করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।
(২) বিআরটিসি'তে গত ২০/০১/২০২০ তারিখে ডিপো ম্যানেজার ও সমমানের কর্মকর্তাদের জন্য এপিএ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
(৩) বিআরটিএ ও ডিটিসিএ কর্তৃক আয়োজিত সভা ও সেমিনারসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য এ বিভাগের ৬ (ছয়) জন কর্মকর্তা'র সমন্বয়ে ৩টি পরিবীক্ষণ টিম গঠনের প্রস্তাব নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।</td><td>(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০২/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় নির্দেশনাসমূহ লিখিত আকারে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা-কে জানিয়ে দিতে হবে।

(৩) এপিএ'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে সভার আয়োজন করতে হবে।

(৪) প্রকল্পের এপিএ'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এডিপি রিভিউ সভায় আলোচনা এজেন্ডাভুক্ত করতে হবে।

(৫) প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে এ বিষয়ে তথ্য প্রদান করতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচিব (অডিট)

উপসচিব (অডিট)

প্রধান প্রকৌশলী,সওজ

যুগ্মপ্রধান/ উপসচিব (অডিট)

দপ্তর/সংস্থা প্রধান</td></tr>
<tr><td></td><td>(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯:
উপসিচব (রক্ষণাবেক্ষণ) জানান-
(১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রেরণ এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া গত ২৭/০১/২০২০ তারিখে NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের ২য় প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর ফিডব্যাক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(২) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি-মার্চ/২০২০) এর শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন চলমান। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন :
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>কার্যক্রমের নাম</th><th>লক্ষ্যমাত্রা</th></tr>
<tr><td>২.১</td><td>সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা</td><td>১</td></tr>
<tr><td>৬.২</td><td>এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি</td><td>৫%</td></tr>
<tr><td>৬.৩</td><td>মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ</td><td>১</td></tr>
<tr><td>৮.২</td><td>শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন</td><td>৮টি</td></tr>
<tr><td>৯.২</td><td>RTHD ও [illegible] সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা</td><td>১টি</td></tr>
<tr><td>৯.৩</td><td>সড়ক মনিটরিং টিম কর্তৃক সড়ক-মহাসড়ক পরিদর্শন</td><td>২০টি</td></tr>
</table></td><td>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে।</td><td>সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td></td><td>(গ) Grivance Redress System - GRS :
(১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, জানুয়ারি ২০২০ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ১৮টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ১৮টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ০৬টি সওজ অধিদপ্তর, ০৭টি বিআরটিসি এবং ০৫টি বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ০৮টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (সওজ ০১টি, বিআরটিএ ০২টি ও বিআরটিসি-০৭টি) সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য</td><td>(১) (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	নির্ধারিত ছকে ৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।	
	(ঘ) Public Sevrice Innovation: উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে ব্র্যাক সিডিএম-এ গত ৩ ও ৪ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থাপিত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ কার্যকরকরণের লক্ষ্যে গত ১৫/০১/২০২০ তারিখে সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে একটি ফলোআপ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় উপস্থাপিত ৬টি উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকর করার বিষয়টি যুগ্মসচিব জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে ফলোআপ করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	কর্মশালায় উপস্থাপিত আইডিয়াসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ৬টি উদ্ভাবনী ধারণা কার্যকর করার বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল)/ উপসচিব (টোল ও এক্সেল)
	(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম: সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, জানুয়ারি'২০ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৫২৭টি নথি ও ৩৮৭টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ৩৩৯টি নথি ও ৩১০টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৮২টি নথি ও ৮০টি পত্রজারি, বিআরটিসি ৩২টি নথি ও ০৮টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৩৫টি নথি ও ৩৩টি পত্রজারি, এবং ডিএমটিসিএল ৬৮টি নথি ও ১২২টি পত্র জারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। সওজ অধিদপ্তরের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, নেটওয়ার্ক সমস্যা থাকায় সওজে ই-ফাইল কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। নেটওয়ার্ক সম্যস্যা সমাধানের জন্য আইসিটি বিভাগ/প্রকল্প পরিচালক, এটুআই এর সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে আইসিটি বিভাগ/প্রকল্প পরিচালক, এটুআই বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য সভাপতি এ বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্টকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। (২) সওজ এর ই-ফাইল কার্যক্রমে নেটওয়ার্ক সমস্যা সমাধানের জন্য আইসিটি ইউনিটের মাধ্যমে আইসিটি বিভাগ/প্রকল্প পরিচালক, এটুআই বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy): সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) জানান, এ বিভাগের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনায় পানগাঁও কইন্টোনার টার্মিনাল হতে মহাসড়ক পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে এ বিভাগের জনাব মো: মাহবুবের রহমান, উপপ্রধানকে আহবায়ক করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআইডাব্লিউটিএ, সওজ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীকে অন্তর্ভুক্তপূর্বক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি শিঘ্রই একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে।	পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল হতে মহাসড়ক পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক ৪-লেনে নির্মাণের বিষয়ে গঠিত কমিটির কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ উপপ্রধান (পরি: ও কার্য:)/সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা শাখা)
১৩.	<u>বিবিধ:</u> **ক. Rapid Pass:** (১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। এ কাজে বিআরটিসি'কে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুটে ১৫টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে এবং Rapid Pass বিক্রির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, জোয়ারসাহারা-মতিঝিল রুটের ১২টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে। টঙ্গী-আব্দুল্লাহপুর-এয়ারপোর্ট-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ডিভাইস সম্বলিত বাসের রুট পরিবর্তিত হওয়ায় নতুন রুট এবং নতুন রুটে ভাড়ার তালিকা DTCA-কে জানানো হয়েছে। DTCA কর্তৃক ডিভাইসগুলো চেক এবং Software এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংযোজনের কার্যক্রম চলমান আছে। (২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা মহানগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে Rapid Pass সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিআরটিএ হতে আরটিসি'কে জানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সভা আয়োজনের জন্য নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ ও চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন।	(১) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) ঢাকা মহনগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে এবং বিআরটিএ'তে সভার আয়োজন করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, এ বিষয়ে ১৯/০১/২০২০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (৪) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত-এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে ১২টি বাসের মধ্যে ০২টি বাসে Wifi স্থাপনা করা হয়েছে।	(৩) ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। (৪) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে	
	খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত: চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।	বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি)
	গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে মার্চ'১৮ হতে জানুয়ারি'২০ সময়ের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে। ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং প্রতিমাসে নির্ধারিত ছকে মোতাবেক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।	(ক) ডি.ও পত্রের ওপর কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) কোন্ ডি.ও পত্রের ওপর কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কী পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে ছকে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
	ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান: নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ এবং ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট)/ উপসচিব ডিটিসিএ
	ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, নির্মাণ, পুন:নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত, সর্বশেষ কার্য সম্পাদনের সময় ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজ ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে।	রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
	চ. ডিএমটিসিএল এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সমস্যা নিরসন বিষয়ক: অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) সভাকে অবহিত করেন যে, আরবান ট্রান্সপোর্ট অধিশাখা থেকে শূন্য প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ডিএমটিসিএল'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। এগুলো সমন্বয় সভায় আলোচনা হতে পারে। সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে: • ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার পিতলগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখালী মৌজার ৯৩.০৩৫ একর জমি অধিগ্রহণে রাজউকের অনাপত্তি প্রদান • ডিএমটিসিএল এর সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকারি অংশে অতিরিক্ত ৮৩৫.২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান • মেট্রোরেল এর ভাড়া নির্ধারণ কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা সংক্রান্ত বিধিটি স্পষ্টীকরণ • এমআরটি লাইন-৫ (নর্দান) এর প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান বর্ণিত সমস্যাসমূহ সমাধানের বিষয়ে তিনি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সমস্যাসমূহ সমাধানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক আগামী সভায় অবহিত করবেন।	অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট/ বাজেট)/ যুগ্মসচিব (এমআরটি)
	ছ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত: (১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৩টি (১ম শ্রেণির ২৬টি, ২য় শ্রেণির ২১টি, ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি) শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ২য় শ্রেণির ২১টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১৩টি পদ পূরণ করা হবে। ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১০টি পদের মধ্যে ৩য় শ্রেণির ১৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৮ টি পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম		

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২টি পদের মধ্যে ১৪৩টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে, ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৮ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বদলি জনিতকারণে ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি ১৬/১০/২০১৯ তারিখ হতে শূন্য রয়েছে। ট্রেনিং এ্যাডভাইজার পদটি প্রেষণে পূরণ করার জন্য ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২২টি পদের লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা ২০১৮ অনুসারে সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অফিস সহায়ক পদের উল্লেখ না থাকায় অফিস সহায়ক পদগুলো নিয়মিত হিসেবে অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগের বেতনস্কেল ভেটিংসহ আনুসাঙ্গিক কার্যাদি গ্রহণ করার জন্য মতামত দিয়েছে। ডিটিসিএ'র সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১৪২টি পদের মধ্যে আউটসোর্সিং হিসেবে সৃজিত ২০টি অফিস সহায়ক পদের মধ্যে ইতোমধ্যে বেতনস্কেল নির্ধারণে সম্মতি প্রাপ্ত মামলায় অন্তর্ভুক্ত ৭জন অফিস সহায়ক ব্যতিত অবশিষ্ট ১৩জন অফিস সহায়কের পদ রাজস্বখাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনে জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ অনুসারে ২০তম গ্রেডে বেতন স্কেল নির্ধারণে অর্থ বিভাগের সম্মতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ২০২০-এর SRO জারির পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। **বিআরটিসি: বিআরটিসি'র** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪৫৯টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে, ১৬তম গ্রেডের ৯০ জন অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হিসাব সহকারি গ্রেড-২ পদে ২১ জন নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া কারিগরি-এ, বি, সি (সাধারণ ও ট্রেড) ৮৬টি পদে লোক নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১১৪টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে, ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৬টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে। **সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১টি পদের মধ্যে ৪৫০৫টি শূন্য পদ রয়েছে তন্মধ্যে, সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৭১ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদা পত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৭৬টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মোট পদের ১৫% পদ সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩য় ও ৪র্থ ৪০৯২টি শূন্য পদের অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটি অফিসার ১টি ও সিকিউরিটি গার্ড পদের ৬৪টি শূন্য পদ ব্যতীত (৪০৯২-৬৫)=৪০২৭টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(১) শূন্যপদ পুরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী,সওজ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান (বিআরটিএ/ বিআরটিসি)
	ছ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ: **সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** **নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে পরিচালক (রোড সেফটি)কে সদস্য-সচিব করে ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির ১ম সভা গত ০৩-০৭/২০১৯ তারিখে বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কমিটির সম্মানিত সদস্যগণকে স্ব স্ব পর্যবেক্ষণ থেকে সুনির্দিষ্ট ৩/৪টি করে সুপারিশ কমিটির সদস্য সচিবের নিকট দাখিল করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যকে পত্র দেয়া হলে ৩টি প্রতিষ্ঠান যথা- হাইওয়ে পুলিশ, নিরাপদ সড়ক চাই ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে সুপারিশ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গত ০৯/১০/২০১৯ তারিখে দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তী সভা শিঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে।	দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সওজ অধিদপ্তর: **নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহে মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সংশ্লেষে অর্থ বিভাগ কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে সম্মতি প্রদান করেছে। শর্তের বিষয়ে তথ্য চেয়ে ০১/১২/২০১৯ তারিখে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে এবং ১৭/১২/২০২০ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনামতে অর্থ বিভাগের সম্মতিপত্রের আলোকে টোল এর সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ্যাম্বুলেন্স এর চার্জ হতে হ্রাস করার শর্তে সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহের মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব ইতোমধ্যে নথিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।	সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, ফেরি এবং সেতুসমূহের মুমূর্ষু রোগী বহনকারী সরকারি ও বেসরকারি এ্যাম্বুলেন্সের জন্য টোল মওকুফ সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন জারির বিষয়টি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৩: অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি গত ০৩/০৯/২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া, কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য EoI আহবান করা হয়েছে; যার মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।	এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম যেমন- ভূমি অধিগ্রহণ, কনসালটেন্ট নিয়োগ ও অন্যান্য কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	
	নির্দেশনা ৪: কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
	নির্দেশনা ৫: দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ সংস্থান পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	নির্দেশনা ৬: দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস্ ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান- (ক) মেঘনা সেতু, গোমতী সেতু, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সেতু ও শাহ আমানত সেতুতে ইতোমধ্যে এ্যাপস ভিত্তিক ETC চালু করা হয়েছে। এ্যাপস ভিত্তিক ETC এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা আব্যাহত রয়েছে।	(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয়	

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	(খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগগ্রহণপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে।	করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। (খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে।	
	<u>বিআরটিএ:</u> **নির্দেশনা ৭:** রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে ০১/০৭/২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেরারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, ১ জুলাই ২০১৯ তারিখ হতে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট এবং রাইডশেয়ারিং মোটরযান সার্টিফিকেট ইস্যু কার্যক্রম শুরু হয়। ২৭/০১/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত মোট ১৭টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন দাখিল করেন। এর মধ্যে ১২(বার)টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের এ্যাপলিকেশন ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইডলাইন ২০১০ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া বিষয়টি যাচাই করে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ফলে রাইডশেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে।	রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে।	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)
	নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য সড়ক পরিবহন বিধিমালা, ২০২০ এর খসড়া ০৫/১২/২০১৯ তারিখ গঠিত কমিটি দাখিল করে। এ বিষয়ে গত ২১/০১/২০২০ তারিখ সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে "সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮" এর আওতায় প্রণীতব্য খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আইন)
	<u>ডিটিসিএ</u> **নির্দেশনা ৯:** ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রস্তাবিত BUTA আইনের খসড়া ডিটিসিএ-তে Presentation আকারে উপস্থাপন করেছে। BUTA আইন সংশোধনের পর্যায়ে আছে যা চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। খসড়া চূড়ান্ত হলে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) যুগ্মসচিব (ডিটিসিএ)

সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১৮/০২/২০২০
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব